হলুদ পাতা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অপ্রকাশিত নোটবুকের কয়েক পাতা

A sweet little girl in a village school. Graceful and beautiful. Wild and unruly. মাকে রুখে রুখে কথা বলে। মা বলে—কার বাড়ি যাবি, আমি সহ্য করছি, সবাই কি আর সহ্য করবে? বইয়ে মুখ দিয়ে বসে আছিস যে?

মাস্টারকে সে 'প্রবাসী'র শাড়ির বিজ্ঞাপন দেখায়, বলে—আমি দেখাচ্ছি, দেখুন বসে বসে। এই হল কল্যাণী শাড়ি, এই মেঘমালা শাড়ি।

অঙ্ক কষতে গিয়ে বুঝতে পারে না, সব গোলমাল হয়ে যায়। হাসে। অপ্রতিভ হয়।

স্লেট নেই, পেনসিল নেই—অপরের শ্লেট নিয়েছিল বলে সে হাতে আঁচড়ে-কামড়ে দেয়। তবুও অপ্রতিভের হাসি হাসে। মাস্টার স্কুলে এলে একজন বলে—শুনুন স্যার, আজ মাসিকে নন্টু যা হাতে কামড়ে দিয়েছিল, ওর পেনসিল নিয়েছিল বলে।

মাস্টারের মনে কষ্ট হয়। সে ওকে বকে, ওকে ভালবাসেও। (মেয়েটি) বলে—বলুনদেখি একটা হেঁয়ালি?—হি হি—

এখানে একটি হেঁয়ালি

বলতে পারলেন না, বলতে পারলেন না—আপনি বি.এ. পাস, আপনার মাথায় এল না?

কাছে এসে অদ্ভুত ভঙ্গিতে বলে—বলতে পারলেন না তো? আচ্ছা, কাল আমি একথাছাপিয়ে দেব। দেব? ঠিক তো? হি হি—

তারপর অনুনয় করলে গম্ভীরসুরে বলে—না, নিতুর জ্যাঠামশাই এসেছিলেন, আমি রোজ সন্ধ্যার সময় তার কাছে গিয়ে বসতুম। তার কাছে শিখেছি। আমি বলে দেব সত্যি? তা হলে আমার কি আর রইল?

তারপর যেচে এসে আবার শিখিয়ে দিয়ে যায়।

এদিকে সরলা—আবার বুকের কাপড়খুলে গেলে ত্রস্তে বুকের কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়।

(বলে)—একটা গল্প করুন।

রোজ ভূতের গল্প শোনা চাই-ই।কত রাত পর্যন্ত জেগে ভূতের গল্প শোনে।

মা ডেকে ডেকে নিয়ে যায়।

এক একদিন বলে—শুনুন, এই আমাদের মামার বাড়ি একটা ছেলে আছে, তার নাম নীলরতন—হিহি—নীল—বরণ—কেমন নাম—না?

দুটি চালভাজা তেল নুন মেখে নিয়ে বাটি লুকিয়ে আঁচলে নিয়ে সলজ্জভাবে এসেমাস্টারকে দেয়। পাছে অন্য কেউ টের পায়।

একদিন (মেয়েটি) পান্তাভাত লেবুর পাতা দিয়ে খাচ্ছে। কেউ নেই ঘরে। ও (মাস্টার) গিয়ে দোর ঠেলে বলে—কি খাচ্ছিস? দেখে পান্তাভাত। (মেয়েটির) বড় লজ্জা হল।

একদিন মাস্টার একটা নীল কচুরীপানার ফুল দেখিয়ে দিলে—নদীর মাঝখান থেকে সাঁতরে এনেছি—

ও ভয়ে বলে—বাবা! কি করে গেলেন?

মাস্টার হঠাৎ উঠে ফুলটা খোঁপায় গুঁজে দিয়ে বলে—বেশ দেখাচ্ছে—হুঁ হুঁ, খুলেফেলিসনে—বেশ দেখাচ্ছে তো। থাক—

চোদ্দ শাকের দিন তুললে—গাঁদামণি, বউটুনটুনি, শাদা নটে, রাঙা নটে, গোয়াল নটে, সজনে, রাঙা আলুর শাক, ক্ষুদে ননী, দোলার শাক—মটরের শাক, পালং, পুনর্নবা, শান্তি শাক, কাঁচড়াদাম। বল্লে—'দেখুন'?

(কখনো) মুখ তুলে দেখি ছাদে চুল শুকুচ্চে। আমায় দেখে ছাদের আল্‌সের আড়ালে মুখলুকুলে। তারপর বল্লে—ওই জানালার ধারে বসুন।

রাত্রে আবার জুতো পায়ে এসে উঠল বারান্দাতে। ডাকলে প্রথমে বল্লে—না। তারপরএল। অথচ পুরাণ-কথা (হবার) সময় গেল না বলে আমি বল্লুম—তোমায় খোসামোদ করব।চল্লুম—

সে বল্লে—যান।

তারপর শুনি তার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। সেইজন্যে যায়নি।

সে কথা বলে যেন নাচের ভঙ্গিতে হাত-পা নাড়িয়ে। কি দেখায়! কিশোরী (সবই) যেননৃত্যচপল ভঙ্গি। কি অপূর্ব লাবণ্যময়ী।

ওর সুন্দর ডাগর চোখের স্নিগ্ধ চাউনি যেন ঘন শ্রাবণের গভীর নিশীথের বারিধারার মতো স্নিগ্ধ, সুমুখ জ্যোৎস্না রাত্রে হেমন্তের শিশিরার্দ্র বন্য—মরচে লতার ফুলের সুবাসেরমতো রহস্যময় ও পবিত্র। কত কি কথা বলে, কত হাসে অকারণে। অকারণ হাসিটা কি মধুর। নিজের অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক হাত পা-র ভঙ্গি কি মধুর! বড় বড় চোখের চাউনি কখনো শান্ত, কখনো কৌতুকোচ্ছল। কখনো মৃদু ও সলজ্জ, কখনো দুষ্টুমিতে ভরা।

একদিন মাঠে বেড়াতে গিয়ে তার কি আনন্দ। লতা ধরে সে দুলতে লাগল—আমার মনেহল যেন বনদেবী। কেবল বলে—আসুন এটা দেখুন, ওটা দেখুন। ছুটোছুটি করে, মাঠেঅনেকদূর ছুটে যায়।

—"ওই দেখুন, কেমন শুভ্র, উজ্জ্বল মেঘ।" কখনো বলে, "ওই দেখুন, অস্ত আকাশের ঘটাচ্ছন্ন মেঘ।"

ওই যে আমি ওকে উৎসাহ দিয়ে বলেচি—বেশ ভাল (বাঙলা) লেখে, আর যাবি কোথায়! আমায় দেখাতে তো হবে?

—ওই দেখুন কেমন গাছপালা, শ্যামল পত্রপুষ্প—না?

হি হি করে হাসে।

এই ধরনের কবিত্বমাখা কথা বলবার চেষ্টা করে।

ওর সজীবতা দেখে, লাবণ্য দেখে মনে হল সত্যিই এই বনভূমিতে কিশোরী বনদেবী এইঅপরাহ্নেছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন।

একদিন সে এসে মুখে মুখে রচনা শোনাতে লাগল। বলে—শুনুন, একদিন একটি মেয়েইত্যাদি...কালো কাজল মেঘ—

ছেলেমানুষি হাসি হেসে একদিনে কাত হয়ে পড়ে দু হাতে মুখ ঢাকে। রূপসী কিশোরীকিন্তু নিজের সম্বন্ধে বালিকা। উচ্চারণ করে—"কা-আ—আ-লো কাজলমেঘ", আর সেইসময় আকাশের দিকে ডাগর ডাগর চোখ দুটি অপরূপ লীলায়িত ভঙ্গিতে তুলে কি সুন্দরভাবটা করে।

"কালো কাজল মেঘ" (কথাটা) খানিকটা আগে কি বইয়ে ও পড়েছে।

তারপর একটা বর্ণনা দুজনে মিলে পড়ি। সে খানিকটা ছেলেমানুষি ধরনের বলে, কত কিভুল হয়, অশুদ্ধ হয়, মাঝেমাঝে অন্য বইয়ের থেকে কি সদ্য পড়া নভেলের দু একটি কথাথাকে। আমি তা মেনেনি—উৎসাহ দেবার জন্য নিজেও দু একটা কথা যোগ করে দিই। সেএকটা গল্প বলে বানিয়ে। আমারই মুখে শোনা একটা গল্পের অনুরূপ। আমি তাতে কান দিইনে, বলি—বেশ হয়েছে।
(সে) বলে—আপনি ছাপিয়ে দেবেন তো?

সন্ধ্যার সময় এসে বলে—একটা জিনিস খাবেন তো হাঁ করুন। তারপর আমার মুখেভাজা মশলা ফেলে দেয়। জানে আমি ভালবাসি—একদিন ওকে বলেছিলুম, তোর মা মশলাভাজে? বেশ গন্ধ বেরোয়। তাই। মনে রেখেছে তো! সে আজ ৫ মাস আগের কথা।

কি হাসি, হাসতে হাসতে কেবল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে। একধারে কাৎ হয়ে ছেলেমানুষেরমতো। মনখোলা উদার ছেলেমির হাসি। ওর মুখের হাসি শরতের নদীতীরের কাশফুলের মতো শুভ্র, অপাপবিদ্ধ ও মুক্ত।

এদিকে যখনই আসে, ইচ্ছা যে এখানে আসে। কিন্তু সামনে দিয়ে চলে যায়। ডাকলেবলে—কি? বলে হাসতে হাসতে আসে।

একদিন বলে—যাই, ঘুম আসছে।

বলি—গেলে মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব। বোস্ এখানে—

—না, যাই।

—না, বোস্—

আর যায় না।

সংসারের কাজে বেজায় অপটু ও আনাড়ি। মায়ের কাছে দিনরাত বকুনি খায়। মা বলে—"দূর আপদ। বালাইটার জ্বালায় মলাম। একটা কাজে লাগে না কেবল নেচে নেচেবেড়াচ্ছেন—আর বই মুখে দিনরাত বিবির।" আবার খুব ভালবাসে মেয়েকে, চোখেরআড়াল করতে পারে না।

মেয়ে হারিকেনের পলতে কিনতে অন্য লোককে পয়সা দিয়েছিলো। তারা হাতে দেয়—ও পথে কোথায় হারিয়ে ফেলে। অন্য (একটি) ছেলে কুড়িয়ে পেয়ে (ওর) মাকে দেয়।মা বলে—এদিকে আয়, হারিকেনের পলতে কোথায়? তোর হাতে যে দিয়েছিলো? মেয়ে আকাশ থেকে পড়ে। মার খায়।

ওকে পাড়ার অন্য সব মেয়েরা 'আপনি আজ্ঞে' করে। ও বলে—শুনুন, আমায় সবাই ভয় করে। কথাটা সত্যি। সঙ্গে এক (টি) ছেলেমেয়ের দল ঘোরে সর্বদা।

আমায় বল্লে—যদি গল্প লিখতে পারি, একটা কি দেবেন আমায়? একটা ময়ূর ব্রুচ দেব। রুপোর।

ও বলে—কিসের ?

রুপোর ওপরে মিনে করা তো ? আমি দেখেছি, আমার মাসতুতো বোন নীরোদার আছে। সেইরকম একটা দেবেন তো?